ফিরতে হবে জেলে, ‘সুপ্রিম’ দ্বারে কেজরিওয়াল

দিল্লি, ২৭ মে— অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ সাতদিন বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ প্রায় শেষের মুখে। আগামী ২ জুন তাঁকে আবার আত্মসমর্পণ করতে হবে। ফলে আবার তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কেজরিওয়াল গুরুতর কোনও অসুখে ভুগছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাঁর একাধিক উপসর্গ রয়েছে, যেগুলির জন্য অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন। পিইটি স্ক্যান, সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। আর সেই জন্যই সাতদিন সময় চেয়েছেন কেজরিওয়াল, এমনটাই আম আদমি পার্টির তরফে জানানো হয়েছে। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের সঙ্গে যুক্ত একটি অর্থ তছরুপের মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এরপর আগামী ১ জুন পর্যন্ত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলাতেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণ দেখানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে সাত কেজি ওজন কমে গিয়েছে আপ প্রধানের। তাঁর শরীরের কেটোন লেভেলও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনও গুরুতর অসুখে তিনি ভুগছেন বলেও আবেদনে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর লিগাল কাউন্সিলের তরফেও আদালতে জানানো হয়েছে, কেজরিওয়ালের সুস্থতার জন্য এই পরীক্ষা প্রয়োজন। শীর্ষ আদালত গত ১০ মে কেজরিওয়ালের ২১ দিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছিল। তিনি যাতে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে অংশ নিতে পারেন সেই কারণেই তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে, লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অনুমোদন পাওয়ার জন্য একেবারে প্রয়□জনীয় না হলে তাকে তার অফিস বা দিল্লি সচিবালয়ে যেতে এবং অফিসিয়াল ফাইলগুলিতে স্বাক্ষর করতে নিষেধ করেছিল। এদিকে, ভবিষ্যতে জেলে বসেই দিল্লির সরকার চালানোর পরিকল্পনা করছেন বলে জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। তিনি দাবি করেন, 'মোদি ক্ষমতায় এলে ভারত আবার স্বৈরতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। কেজরিওয়াল বলেন, 'কত দিন আমাকে জেলে বন্দি রাখা হবে জানেন শুধু প্রধানমন্ত্রী মোদি। আমি পদত্যাগ করলে দিল্লির সরকার ফেলে দেওয়া হবে। যদি প্রধানমন্ত্রী মেনেই নেন, আবগারি দুর্নীতি বলে কিছুই হয়নি, তা হলে এই দুর্নীতির দায়ে জেলে থাকা ব্যক্তিদের কেন অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না?'

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোট শুরুর আগেই দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপর তাঁকে তিহাড় জেলে পাঠানো হয়। তিনি একজন টাইপ -২ ডায়াবেটিস রোগী। তার সুগারের মাত্রা ৩২০-তে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও তিহাড় জেলে তাঁকে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছিল না বলে এর আগে অভিযোগ তুলেছিলেন আম আদমি পার্টি। যদিও তিহাড় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল তিনি না কি আম খেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সুগার লেভেল বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এই নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তিহাড়ে ইনসুলিন দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, আপ প্রধান জেলের বাইরে থাকাকালীন প্রতিদিন ৫০ ইউনিট ইনসুলিন নিতেন। তিহাড়ে তাঁর গ্লুকোজ মিটার রিডিং ২৫০ থেকে ৩২০-র মধ্যে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন কেজরিওয়াল নিজেই।

আগামী ১ জুন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জামিনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ২ জুন তাঁকে আবার তিহাড় জেলে ফিরে আত্মসমর্পণ করতে হবে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আদালত মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি মঞ্জুর করলে চিকিৎসা ছাড়াও দুটি বিষয়ে তাঁর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। প্রথমত, ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে তিনি দলকে পরিচালিত করতে পারবেন। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা হওয়ার কথা ৪ জুন। আপের একটি সূত্রের খবর, জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাটন তুলে দিতে পারেন স্ত্রী সুনীতার হাতে। কেজরিওয়ালের পার্টিতে এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ আপত্তিও তোলেনি। মুখ্যমন্ত্রী জেলে থাকাকালীন সুনীতাই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রীদের। মুখ্যমন্ত্রী বদলের বিষয়টি আলোচনায় আসার কারণ, ১০ জুন পর্যন্ত প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে। তারপর নিয়মিত প্রশাসন চালাতে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রয়োজন। দিল্লি প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী অন্তত ২৮টি বিষয়ে উপ-রাজ্যপালের কাছে ফাইল পাঠানোর আগে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। কেজরিওয়াল জেলে ফিরে গেলে তা সম্ভব হবে না।

জমি দখল করে ২৬১ কোটির সম্পত্তি করেছেন শেখ শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিনিধি— লোকসভা নির্বাচন আবহে সোমবার সিটি সেশন কোর্টের ইডি এজলাসে কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা ইডি সন্দেশখালি মামলায় ৫৬ দিনের মাথায় চার্জশিট দাখিল করলো। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, 'জমি দখল করে প্রায় ২৬১ কোটি টাকার সম্পত্তি নিজের নামে করেছিলেন শাহজাহান'। সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিল ইডি। জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় এই চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শাহজাহানের গ্রেফতারির ৫৬ দিনের মাথায় সোমবার কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে জমা পড়ল চার্জশিট। ১১৩ পাতার ওই চার্জশিটে শাহজাহান ছাড়াও নাম রয়েছে শাহজাহানের ভাই আলমগির এবং তাঁর দুই 'সঙ্গী' দিদার বক্স ও শিবু হাজরার। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, সন্দেশখালিতে জমি দখল সংক্রান্ত বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ইডির অফিসারদের কাছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরু থেকেই ঘটনা প্রবাহে সংবাদ শিরোনামে সন্দেশখালি। মুখ খুলেছেন সন্দেশখালির মানুষরা। জানিয়েছেন তাঁদের অভিযোগের কথা। উঠে এসেছে জমি দখল সংক্রান্ত বিস্তর অভিযোগ। জমি দখল সংক্রান্ত ওই অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে প্রকাশ, অফিসাররা এখনও পর্যন্ত জানতে পেরেছেন প্রায় ১৮০ বিঘা জমি শাহজাহান দখল করেছিলেন এবং সেখান থেকে ২৬১ কোটিরও বেশি টাকা নিজের পকেটে পুড়েছিল বলে সন্দেহ ইডির। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে ইডি। এই যাবতীয় বিষয়টি ইডির জমা দেওয়া চার্জশিটে উল্লেখ করা রয়েছে বলে সূত্রের জানা গেছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, -' এই চার্জশিটে এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যা পরবর্তীতে শেখ শাহাজাহানের জামিন পাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন করে তুলতে পারে'। সোমবার আদালতে ইডির আইনজীবী জানান, -' তদন্তের ৫৬ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা পড়ল। অভিযুক্ত চারজনের বিরুদ্ধে জমি দখল এবং তোলাবাজির মাধ্যমে সম্পত্তি করার অভিযোগ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৬১ কোটি টাকার সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে'। চার্জশিটে আরও দাবি করা হয়েছে, 'প্রায় ১৮০ বিঘা জমি দখল করেছেন শাহজাহান। তবে তার পরিমাণ বাড়তে পারে'। ১১৩ পাতার চার্জশিটে যুক্ত হয়েছে শাহজাহানের ভাই আলমগিরের নামও। এছাড়াও দিদার বক্সার মোল্লা, শিবপ্রসাদ হাজরার নাম রয়েছে অভিযুক্তের তালিকায়। সন্দেশখালিতে তল্লাশি চালিয়ে সিবিআই যে অস্ত্র উদ্ধার করেছিল সেটারও উল্লেখ রয়েছে।

রিমেল : মঙ্গলেও কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি— ঘূর্ণিঝড় রিমেল শক্তি হারাচ্ছে, যদিও সোমবার সন্ধ্যাতেই সেটির গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার কথা। ফলে বৃষ্টি চলবে, বলে জানিয়েছে আলিপুর আহাওয়া দফতর। আগামী মাসের শুরু পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানান হয়েছে, আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। এই সমস্ত জেলাগুলিতে জারি থাকছে কমলা সতর্কতা। পাশাপাশি হলুদ সতর্কতা জারি থাকছে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, দার্জিলিং ও কালিম্পিংয় জেলায়। সঙ্গে আজ বইতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া।

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে তেমন সতর্কবার্তা নেই। তবে উত্তরবঙ্গে কমলা সতর্কতা বজায় থাকছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়েও। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া না বইলেও উত্তরবঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তারপর ২৯, ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন উত্তরবঙ্গে ৫ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও। মনে রাখতে হবে, আগামী ১ তারিখ রয়েছে শেষ দফার ভোট। সেক্ষেত্রে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ভোটের দিন বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়বৃষ্টিতে মানুষকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শই দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, ল্যান্ডফলের সময় দমদমে ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯১ কিলোমিটার, কলকাতায় ছিল ৭৪ কিলোমিটার।

পাশাপাশি কলকাতায় ১৪৪ মিলিমিটার, দমদমে ৮৫ মিলিমিটার, সল্টলেকে ৯৭ মিলিমিটার, হলদিয়াতে ১১৯ মিলিমিটার, দিঘাতে ৬৯ মিলিমিটার, ডায়মন্ড হারবারে ৯৪ মিলিমিটার ও ক্যানিংয়ে ৯১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রাতভর ঝড়বষ্টিতে শহর কলকাতার বেশকিছু জায়গায় জল জমে যায়।

মুখ্যসচিবের কর্মজীবনে মেয়াদবৃদ্ধিতে সায় দিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি— চলতি লোকসভা নির্বাচন আবহে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকের কর্মজীবনের মেয়াদবৃদ্ধি (এক্সটেনশন) করল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্র তিন মাসের জন্য মুখ্যসচিব গোপালিকের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। সোমবার দিল্লির নর্থ ব্লকের 'কর্মিবর্গ, জন অভিযোগ, পেনশন এবং প্রশিক্ষণ মন্ত্রক' থেকে এই সংক্রান্ত চিঠি নবান্নে পৌঁছেছে। আগামী ৩১ মে মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার কথা ছিল গোপালিকের। কিন্তু, ১ জুন সপ্তম দফার ভোট রয়েছে। ৪ জুন ভোটগণনা। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যসচিবের মতো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন কাউকে বসানো ঠিক হবে না বলে মনে করছে রাজ্য। তাই তাঁর মেয়াদবৃদ্ধির জন্য গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আবেদন জানানো হয়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে। 'কর্মিবর্গ, জন অভিযোগ, পেনশন এবং প্রশিক্ষণ মন্ত্রক'-এর আন্ডার সেক্রেটারি কবিতা চৌহান সোমবার রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, ''রাজ্যের প্রস্তাব মেনে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকের কর্মজীবনের মেয়াদ ৩১ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। '' প্রসঙ্গত, ভোটের আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর জায়গায় প্রথমে অস্থায়ী ডিজি হয়েছিলেন বিবেক সহায়। কিন্তু ভোটের মধ্যে তাঁর অবসরের দিন হওয়ায় বিবেককে সরিয়ে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে ডিজি হিসেবে নিয়োগ করেছে কমিশন। তবে ভগবতীপ্রসাদের ক্ষেত্রে তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

‘বাংলাকে টাইট দিতেই এত বাহিনী’, কমিশনকে তোপ মমতার

একের পৃষ্ঠার পর

এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েও নির্বাচন কমিশনকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর। নজিরবিহীনভাবে এবারের ভোটে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সংখ্যা সবথেকে বেশি। প্রায় ৯২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এক এক দফাতেও আগের থেকে বেশি সংখ্যক জওয়ান মোতায়েন ছিলেন। এই বিপুল বাহিনী মোতায়েনের বিষয় নিয়েও সমালোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির কথাতেই নির্বাচন কমিশন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। মমতা বলেছেন, ''আর কোনও রাজ্যে এত কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। সব পাঠানো হয়েছে বাংলায়। কারণ বাংলাকে আপনারা পছন্দ করেন না। বাকি রাজ্য আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না, কিন্তু আমরা বাংলার মানুষেরা লড়াই করি, তাই আমাদের টাইট দেওয়ার জন্যই এত বাহিনী পাঠানো হয়েছে।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপুল সংখ্যক বাহিনী মোতায়েনের জেরে এবারের নির্বাচন হয়েছে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনী কর্তৃক মহিলা অসম্মানের অভিযোগ উঠে এসেছে। তারও কড়া ভাষায় নিন্দা করেছে রাজ্যের শাসক দল। তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের সময় এবং ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতেই বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে এবং ভোটের পরও রাজ্যে থাকবে এই কেন্দ্রীয় বাহিনী। এমনকি পরিস্থিতি বিচার করে ভোটের পর প্রয়োজনে আরও দেড় মাস রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাহারা দিতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড — সম্পদ বিক্রয়ের অনলাইন ই-নিলাম

নিবন্ধিত কার্যালয়: 27 বিকেসি, সি-27, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - 400051

শাখা অফিস: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 22, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক-বি এবং সি, ষষ্ঠতলা, কলকাতা - 700 016

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002-এর বিধি 8(5) সহ পঠিত দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002 সহ পঠিত বিধি 9(1)-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে 'বাজাজ হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড' (এখন থেকে "বিএইচএফএল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক (এরপরে "দি ব্যাঙ্ক/কেএমবিএল/সুরক্ষিত পাওনাদার) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 25.11.2020 তারিখে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (এর পরে যাকে সুরক্ষিত সম্পদ বলা হয়) শারীরিক দখল নিয়েছে যেটি সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক ই-নিলামের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারফেসি অ্যাক্ট, 2002 এর অধীনে 'যেখানে আছে', 'যা আছে তাই', এবং 'যা আছে' এর ভিত্তিতে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং. 410GHP62809168, 410GVP64272589 এবং 410HML62812957 অধীনে টা. 44,54,267/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুইশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) ভবিষ্যতে প্রযোজ্য সুদ আদায় না হওয়া পর্যন্ত 24.05.2024 তারিখ পর্যন্ত বকেয়া আছে, নীচের বিবরণ অনুযায়ী ঋণ নিয়েছেন মি. মুকেশ কোঠারি, মেসার্স কোঠারি টেক্সটাইল এবং মিসেস তানিয়া মুকেশ কোঠারি।

বিবরণ	বিস্তারিত
নিলামের তারিখ	19.06.2024
নিলামের সময়	দুপুর 12.00টা থেকে দুপুর 1.00 টা পর্যন্ত 5 মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ
সংরক্ষিত মূল্য	টা. 21,00,000/- (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র)
বায়না অর্থ জমা (ইএমডি)	টা. 2,10,000/- (দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)
কেওয়াইসি সহ ইএমডি জমার শেষ তারিখ	18.06.2024 তারিখ বিকাল 5.00টা (আইএসটি) পর্যন্ত
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	পূর্বোক্ত বিল্ডিংয়ের পশ্চিম পাশে তৃতীয় তলায় 7 নং. স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সমস্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরমুখী, যেখানে দুটি বেডরুম, একটি পুজা ঘর, খাবারের জায়গা, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং উক্ত ফ্ল্যাটের সাথে সংলগ্ন একটি বারান্দা, যার পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ 1062 বর্গফুট, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং. 122, বানিয়াপাড়া লেন, কলকাতা-700077
পরিচিত দায়বদ্ধতা	শূন্য

উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আইনের 13, ধারার উপধারা 8-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতারা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণ দয়া করে লক্ষ্য করুন যে যদি এখানে নির্ধারিত নিলাম কোনো কারণে ব্যর্থ হয় তবে সুরক্ষিত পাওনাদার ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগ করতে পারে। বিক্রয়ের অধীনে থাকা সম্পদের বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ/প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে, দরদাতা মি. রাহুল হালদার (+91 7003419886), মি. গোবিন্দ পোদ্দার (+91 9073697729) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দরদাতারা স্পষ্টীকরণের জন্য ব্যাঙ্কের আইভিআর নম্বর (+91-9152219751)-এও যোগাযোগ করতে পারেন। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের দেওয়া ওয়েবসাইট http://www.kotak.com/en/bank-auctions.html, www.kotak.com এবং/অথবা http://bankauctions.in লিঙ্কটি দেখুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 28.05.2024

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে,
অনুমোদিত আধিকারিক

তৃণমূল বিধায়ক জাকিরকে খুনের হুমকি, গ্রেপ্তার ঝাড়খণ্ডের যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৭ মে— মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের জাকির হোসেনকে তার মোবাইলে ফোন করে এবং হোয়াটস এ্যাপে ম্যাসেজ পাঠিয়ে খুন করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে। সুতির বাউড়িপুন্নি এলাকা থেকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ হাসানুজ্জামান নামে ওই যুবককে। পুলিশী সূত্রে জানা যায়, ধৃত যুবকের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার ইসলামপুরে। শনিবার মোবাইল নম্বর দিয়ে সুতি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান জাকির হোসেন। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বিষয়টি জানান এবং পুলিশের কাছে অভিযুক্তের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন করেন। অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে সুতি থানার পুলিশ। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে এবং তল্লাশি অভিযান চালিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। যদিও ধৃত যুবকের দাবী, গত দু'বছর ধরে তিনি বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেনকে একাধিকবার ফোন করেন এবং হোয়াটস এ্যাপে ম্যাসেজ পাঠান। কিন্তু বিধায়ক তার কোনও উত্তর না দেওয়াতেই, রাগ এবং ক্ষোভে তিনি অশ্লীল ভাষায় হুমকি দিয়ে ফোন করেন এবং ম্যাসেজ পাঠান। ধৃতকে সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

এদিকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়িতে বসে ধৃত মহম্মদ হাসানুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি ওনাকে বোমা মেরে খুনের কোনও হুমকি দিইনি। আমি দু' চারদিন আগে তাকে অকথ্য ভাষায় কিছু গালিগালাজ করেছিলাম।’ ধৃত যুবক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন, “আমি বিধায়কের মেয়েকে ভালোবসি। সে বিষয়ে আমি প্রায় দুবছর ধরে ওনাকে ফোন করেছি, ম্যাসেজ পাঠিয়েছি। তার কোনও উত্তর উনি দেননি। সে কারণে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। দু'চারদিন আগে রাগের মাথায় ওনাকে অকথ্য ভাষায় ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলাম। যেটাকে হুমকি বলে ওনার মনে হয়েছে।’

‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ দেখাচ্ছে নতুন দিশা, হ্যাটট্রিক নিশ্চিত অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি— দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক অতিসাধারণ লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাস, সংগ্রাম না থাকা সত্ত্বেও আজ এই কেন্দ্র বহু চর্চিত। কিন্তু কেন? এই কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা তৃতীয়বারের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মস্তিস্কপ্রসূত 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' এর জন্য। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে নিজ জন্মভূমি কলকাতা ছেড়ে ডায়মন্ড হারবারে প্রথম পদার্পন করেছিলেন অভিষেক। তাঁর ভাষায়, "সেসময় ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকার কিছুই চিনতাম না। কিভাবে নির্বাচনী প্রচার চালাবো তাও ঠিকঠাক জানতাম না। ডায়মন্ড হারবারের করুন পরিস্থিতির জন্য মানুষ ভোট বয়কট করেছিলেন। শুধু বলেছিলাম, আমার ওপর একবার ভরসা করে দেখুন। তারপর মানুষ আমায় ফেরায়নি। " বছর ২৬ এর অভিষেক প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েই বাজিমাত করেছিলেন, সালটা তখন ২০১৪। তবে সেসময় ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র ৭১ হাজার। তখনই শপথ নেন অভিষেক, জয় এবং উন্নয়ন উভয়ের নিরিখেই রাজ্য তথা দেশের সেরা লোকসভা কেন্দ্র বানাবেন এই ডায়মন্ড হারবারকেই। এরপর আসে ২০১৯ এর নির্বাচন। ততদিনে ডায়মন্ড হারবারের চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে যায়, এই কেন্দ্র জুড়ে ছুটতে শুরু করে 'উন্নয়নের অশ্বমেধের ঘোড়া'। ২০১৯ এ ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত সকল বিধানসভা - ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ এবং ডায়মন্ড হারবার থেকে ভোট ব্যবধান বাড়ে তৃণমূলের। এক লাফে ৩ লাখ ২০ হাজার ভোট ব্যবধানে জেতেন অভিষেক। তখনও তিনি শুধুই সাংসদ, যুবর দায়িত্ব থাকলেও মূল দলে কোনও পদ ছিল না তাঁর। ২০২১ সালের নীলবাড়ির লড়াই থেকেই দলের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন অভিষেক। বড় সাফল্য পায় দল। অভিষেকও দায়িত্ব পান সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। ততদিনে অভিষেকের মাথায় বসে যায় দলের সেনাপতির মুকুট। ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর অফিস এখন তৃণমূলের অন্যতম ‘ভরকেন্দ্র’। গোটা রাজ্য জানে, তৃণমূল তো বটেই এমনকি রাজ্য রাজনীতিতেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি একমাত্র তিনিই। বছর ঘুরে এসেছে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। এবারে অভিষেকের টার্গেট ৪ লক্ষ ভোট ব্যবধানে ডায়মন্ড হারবার জয়। 'খ্যাতি' থাকলেও রাজ্য রাজনীতিতে হাইভোল্টেজ নয় এই কেন্দ্র। কারণ এখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই জিতবেন, দাবি রাজনৈতিক মহলের। আর তাঁর জয়কে ইন্ধন জোগাবে 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'।

এবার এই কেন্দ্রের ইতিহাস দেখা যাক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মূলত গ্রামনির্ভর এই আসনে তৃণমূলের দখলে আসে ২০০৯ সালে। জিতেছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। সেসময় তাঁর পাশে ছিলেন এখন রাজনীতি থেকে দূরে থাকা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। সিপিএমের শমীক লাহিড়িকে দেড় লাখ ভোটে হারিয়েছিলেন তৃণমূলের সোমেন। তার আগে কয়েক বার কংগ্রেস জিতলেও মূলত সিপিএমের হাতেই ছিল ডায়মন্ড হারবার। জ্যোতির্ময় বসু, অমল দত্ত টানা চার বার করে জিতেছেন এই কেন্দ্রে। দুর্ভেদ্য সেই বাম দুর্গে শমীকও চার বার জিতে পঞ্চম বারে হারেন সোমেনের কাছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের অস্বস্তি কাটাতে শমীক উদ্যোগী হয়ে ডায়মন্ড হারবারে নিয়ে এসেছিলেন ‘বিশ্ব ফুটবলের রাজপুত্র’ দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনাকে। ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং স্টেডিয়াম গড়ার অঙ্গীকার করে মারাদোনার পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছিল। ফুটবল অ্যাকাডেমি কিংবা স্টেডিয়াম তো হয়নি, ফুটবলের ঈশ্বরের সেই পদচিহ্ন যে কালের নিয়মে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, তাও বর্তমানে ডায়মন্ড হারবারবাসীর কাছে অজানা। এভাবেই ডায়মন্ড হারবারের মানুষ বারংবার দেখেছেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হতে।

তৃণমূল যুবরাজ অভিষেক সেসব ভুলিয়ে দিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারবাসীকে। কেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা থেকেই সাংসদ অভিষেক 'ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব' শুরু করেছেন। ডায়মন্ড হারবারবাসীর জন্য পৃথক 'হেল্পলাইন' খুলে রেখেছেন সারা বছর। শীতের মরসুমে নিয়ম করে দেশের নামজাদা সঙ্গীতশিল্পীদের জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কখনও সোনু নিগম, কখনও মিকা, কখনও আবার হিমেশ রেশমিয়া এসে অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই গ্রামীণ লোকসভা কেন্দ্রে। এ ছাড়াও পালা করে প্রতি বছর সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে 'এমপি কাপ' - এর আয়োজন সাংসদ হিসাবে অভিষেকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিই করেছে। কোভিডের সময়ে 'কমিউনিটি কিচেন' করে ডায়মন্ড হারবারবাসীর জন্য পৃথক চিকিৎসার বন্দোবস্ত থেকে সেখানকার গরিব জনতার মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন অভিষেক। 'শ্রদ্ধার্ঘ্য ভাতা' চালু করে দেশবাসীর নজর কেড়েছেন। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তা থেকে পানীয় জল পরিষেবা কোনো কিছুই বাদ রাখেননি নিজ উন্নয়নকার্যের তালিকায়। এভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে তাঁর 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'। উন্নয়নের নিরিখে বর্তমানে রাজ্যের মধ্যে অভিষেক-গড় প্রথম স্থানাধিকারী। অভিষেকের ভাষায়, "উন্নয়নের নিরিখে রাজ্যে এক নম্বর হতে পারলে, জয়ের নিরিখেও এক নম্বর হবো।"

দলবদল মধ্যমগ্রামে, মন্ত্রী রথীন ঘোষের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান সিপিএম কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি— সপ্তম দফার নির্বাচন সংঘটিত হতে আর মাত্র বাকি ৩ দিন। বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনও সপ্তম অর্থাৎ সর্বশেষ দফায়। এর মাঝেই দলবদল! মধ্যমগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআইএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন সিপিএম নেতৃত্ব কাশেম আলী ও তাঁর পরিবার সহ প্রায় ৫০ জন। রাজের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এর হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেন তাঁরা। তৃণমূলের কর্মী হিসেবে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন প্রত্যেক সদ্য সিপিএম-ত্যাগী নেতৃত্ব। এদিন মধ্যমগ্রাম এক নম্বর ওয়ার্ডের একটি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচনী সভা। এই সভাতেই তাঁরা মন্ত্রী রথীন ঘোষের হাত ধরে করেন দলবদল। এদিনের অনুষ্ঠানে রথীন ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সুভাষ ব্যানার্জি, তাপস দাসগুপ্ত সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং শতাধিক তৃণমূল কর্মীবৃন্দ।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, ‘প্রায় ৫০ জন সিপিএম নেতৃত্ব ও কর্মীগণ নিজ দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় এই কেন্দ্রে তৃণমূলের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেলো। মধ্যমগ্রামের ২৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে এই ১নং ওয়ার্ড শীর্ষে থাকবে। বারাসাতের তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বোতামও এক নম্বরে। তাই এই ওয়ার্ডও যেন এই পৌরসভার মধ্যে সর্বাধিক ব্যবধান দেয়, এই আর্জি রইলো। পাশাপাশি আমার বিশ্বাস, মানুষ বিগত তিনবারের মতো এবারও ভরসা রাখবেন প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ওপরই। কর্মের ভিত্তিতেই মানুষের আদালতে বিচার হবে। সিপিএম যেভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে তাই মানুষ এখন সিপিএম বিমুখ। তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে এই নির্বাচনী সভায়।’

টেন্ডার

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডব্লু-এলএলএইচ_০৫_২০২৪-২৫, তারিখ: ১৮.০৫.২০২৪, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট্র., সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ করার যথাযুক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : লিলুয়া রেলওয়ে কলোনিতে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স-এর প্রবেশ দরজা এবং সিঁড়ির আলোকিতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কাজের আনুমানিক মূল্য : ₹৪,১৮,৫৫০.০০; বায়না অর্থ: ₹১০,০০০.০০; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৩.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in

MISC-58/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শাখা: ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ষষ্ঠতলা, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০১

টেলিফোন: (০৩৩)- ৬৬০৪ ৬২৩৪, সিআইএন: L65920MH1994PLC080618, ওয়েবসাইট: www.hdfcbank.com

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্ববর্তী এইচডিএফসি লিমিটেড মহামান্য এনসিএলটি-মুম্বই কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত একত্রিতকরণের স্কিম দ্বারা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সাথে একীভূত হয়েছে) (এইচডিএফসি)-এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ ('উক্ত আইন') এবং ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (২) উল্লিখিত আইনের অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনী প্রতিনিধি(গণ)কে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণগুলি উল্লিখিত প্রযোজ্য হারে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদের সাথে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি পেমেন্ট এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) / সুরক্ষিত সম্পদ (গুলি)'র বিবরণ
১.	ঋণগ্রহীতা: মি. জ্যোতির্ময় গুহ সরকার; সহ-ঋণগ্রহীতা: মিসেস রিমি ব্যানার্জি, মিসেস মিতালী গুহ সরকার; আলফা ওসিনিক শিপিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড	৩,১৫,৩৯,৭৮৯/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী	২৯.০২.২০২৪	২৪.০৫.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হচ্ছে ফ্ল্যাট- ০১২৫০৩/২৪,০১২৫০৩/২৫, যার পরিমাপ আনুমানিক ১৪৮৯ বর্গফুট (১৩৮ বর্গমিটার) সঙ্গে একটি সংলগ্ন উন্মুক্ত টেরেস এলাকা (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া- ২৬৭৭ বর্গফুট - ২৪৮.৭ বর্গমিটার) এবং ফ্লোর-২৪ এবং ২৫-এ সার্ভিস ইউটিলিটি রুম, ২৬ এবং ২৭ নম্বর দুটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ। ওয়েসিস ফেজ- II, ব্লক-১, আগের প্রাঙ্গণ নং. ৩৮/১, প্রাঙ্গণ নং. ৩৭ এবং ৩৮ (বর্তমান), পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯, জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশে এবং তাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে নির্মাণ (উক্ত সম্পত্তি) সহ। সম্পত্তিটি নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ: উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং. ৩৯, পণ্ডিতিয়া রোড, ৪,৪/১এ, ৪/এলডি এবং ৪/এলবি পণ্ডিতিয়া রোড; দক্ষিণে: আংশিকভাবে প্রাঙ্গনে নং. ৫২/১এ, ৫২/১বি, ৩৫এম, মতিলাল নেহেরু রোড; পূর্ব দিকে: প্রাঙ্গণ নং. ৩৬এ, পণ্ডিতিয়া রোড; পশ্চিমে: প্রাঙ্গণ নং. ৪/৬বি, ৫/৬এ, ৫/৭, ৫/৭, ৫/৮ সেবক বৈদ্য রোড এবং মতিলাল নেহেরু রোড।
২.	ঋণগ্রহীতা: মি. প্রেমঙ্কর ঘোষ; সহ-ঋণগ্রহীতা: মিসেস লক্ষ্মী ঘোষ	৩০,৮৩,৭৬৫/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী	০৪.০৩.২০২৪	২৪.০৫.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট-এ ই-এস-ই-ডব্লিউ-সাইড, চতুর্থতলা, যার পরিমাপ আনুমানিক ৯৯৮ বর্গফুট (৯২.৭১ বর্গমিটার), প্রাঙ্গন-১৭৬, কালীপুর রোডে ৫ কাঠা ০৬ ছটাক, ৩৬ বর্গফুট জমির উপর 'এমারেল্ড কোর্ট' নামের প্রকল্পে; ওয়ার্ড-১২২; থানা-হরিদেবপুর, একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশে এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ (উক্ত সম্পত্তি) সহ। প্রাঙ্গণটির সীমানা: উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং. ১৯৬, কে.কে. রোড, দক্ষিণে: ৫.১ মিটার কেএমসি রোড; পূর্বে: প্রাঙ্গণ নং. ১৭৪সি, কালীপুর রোড; পশ্চিমে: প্রাঙ্গণ নং. ৯৪, কালীপুর রোড।
৩.	ঋণগ্রহীতা: মি. গোপাল আগরওয়াল; সহ-ঋণগ্রহীতা: মিসেস পিস্তা দেবী আগরওয়াল	৪০,১০,২৯৪/- টাকা ৩০.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী	১১.০১.২০২৪	২৪.০৫.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট- ১০বি, যার পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ আনুমানিক ১০৬২ বর্গফুট (৯৮.৬৬ বর্গমিটার), গ্রিনফিল্ড সিটি প্রকল্প বিল্ডিংয়ের এগারোতলায় অবস্থিত - এলিট ব্লক নং. ২২, এবং একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, প্রকল্পটি ৩.৭৫৬ একর জমিতে নির্মিত হচ্ছে। মৌজা-পারুই, জেএল নং.০৩, মৌজা-চকজোৎশিবরামপুর, জেএল নং.২৫, উভয়েই থানা-মহেশতলার অধীনে, মহেশতলা পৌরসভা, হোল্ডিং নং. ই৩, ৩৯৮, শিবরামপুর রোড, ওয়ার্ড-১৪, কলকাতা-৭০০১৪১ একত্রে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশে এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ (উক্ত সম্পত্তি) সহ।

*প্রযোজ্য হিসাবে আরও সুদ সহ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত এবং/অথবা আদায়।

যাইহোক, যেহেতু এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা (গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী (গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি (গণ)-রা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এখানে বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী (গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি (গণ)কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, এইচডিএফসি-এর অনুমোদিত আধিকারিক/গণ উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) উপরে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত নিয়মগুলির বিধি ৮-এর সহ পঠিত অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপরে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি)/সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) প্রতীকী দখল করেছে।

এখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনী প্রতিনিধি (গণ)-কে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) / সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) এবং এর সাথে কোনও লেনদেন করবেন না। উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি) / সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) এইচডিএফসি-এর বন্ধকের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা (দের) / আইনী উত্তরাধিকারী(দের)/ আইনী প্রতিনিধি(দের) আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদ/গুলি উপলব্ধ সময়ের মধ্যে খালাস করার জন্য।

এই পঞ্চনামা এবং তৈরি তালিকার অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) / আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনী প্রতিনিধি(দের) সাধারণ অফিস চলাকালীন যে কোনো কার্যদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অনুলিপি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮.০৫.২০২৪

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর- আশীষ কুমার ভট্টাচার্য
অনুমোদিত আধিকারিক

নিবন্ধিত কার্যালয় : এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩